শুধু দুজনে

(ঘরোয়া মাহফিলের জন্য)

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম মাকতাবাতুল আযহার

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ বা মতামত জানাতে পারি : 01552-738562

গণশিক্ষা কার্যক্রম-২

শুধু দুজনে (প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা)

- **মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ**
- **প্রকাশক :** মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী
- **প্রকাশকাল :** যিলকদ ১৪৪৭ হি./ মে ২০২৬ খ্রি.
- **স্বত্ব :** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
- **প্রকাশনায় :** মাকতাবাতুল আযহার
- **গণশিক্ষা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় : মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম**
- **অনলাইন পরিবেশনায় :** ওয়াফিলাইফ.কম ও রকমারি.কম
- **ফোন :** 01924076365

মূল্য : ৫০/- টাকা মাত্র

ইহদা

১. সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম স্বামী পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। জগতের শ্রেষ্ঠতম স্ত্রী হযরত খাদিজা, আয়েশা ও উম্মাহাতুল মুমিনিনকে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু। বাংলাভাষী প্রতিটি বিবাহিত নারী-পুরুষকে। ধর্মমত নির্বিশেষে। রব্বে কারিম সবাইকে সুখী করুন। হেদায়াত নসিব করুন, আমিন।

৩. পরিবারব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার জন্য চারিদিকে আজ নানা ষড়যন্ত্র। দুষ্ট শক্তিগুলো স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। রব্বে কারিম প্রতিটি পরিবারে বরকত দান করুন আমিন। সবার মুখে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হোক :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করুন নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন’ [সূরা ফুরকান : ৭৪]।

বিসমিল্লাহ

১. আমরা চাই প্রতিটি মুসলিম পরিবার সুখে শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠুক। আমরা চাই পরিবারব্যবস্থা দিনদিন আরো মজবুত হয়ে উঠুক। আমরা চাই বিশ্বব্যাপী বিয়ে বিরোধী ষড়যন্ত্রগুলো নস্যাৎ হয়ে যাক।

২. বইটির দুটি সংস্করণ হবে। ছোট্ট ৬৪ পৃষ্ঠার পকেট সাইজ সংস্করণ। বড় সাইজের কয়েকশ পৃষ্ঠার সংস্করণ। পকেট সাইজটা আমরা ঘরোয়া মাহফিলগুলোতে বিতরণ করব। নিয়মতান্ত্রিক বয়ানের পর বই থেকে কয়েকটা পৃষ্ঠা মা-বোনদেরকে তালিমের মতো করে পড়ে শোনাব, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করব, ইনশাআল্লাহ।

৩. বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি পরিবার আছে। আমরা প্রতিটি পরিবারে একটি করে ‘শুধু দুজনে’ হাদিয়া হিসেবে পেশ করতে চাই। প্রতিটি নারী ও পুরুষকে বইটা অন্তত একবার হলেও পড়াতে চাই। ওয়াফফাকানাল্লাহ।

৪. চারিদিক থেকে শুধু ভাঙনের সুর ভেসে আসে। নারীকে ঘর থেকে বের করে আনার নানা পাঁয়তারা। আমরা এই স্রোতের বিরুদ্ধে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে চাই। ওয়াফফাকানাল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

১. দুজন-দুজনার

দাম্পত্যজীবনে বড়সড় একটি ভুল হলো, অন্যের কাছে থাকা কোনো কিছু পছন্দ হলে—সেটা নিজের সঙ্গীর কাছে চেয়ে বসা। অনেক সময় দেখা যায়, প্রার্থিত বিষয়টির ব্যবস্থা করা সঙ্গীর পক্ষে অসম্ভব। হতে পারে—সেটা দামি পোশাক, ব্যয়বহুল কোথাও ভ্রমণ, বহু মূল্যবান কোনো আসবাবপত্র, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি। স্বামী বা স্ত্রী কারো মধ্যে এই অভ্যাস থাকলে দ্রুত পরিহার কাম্য। বহু সংসার এ কারণে ভেঙে গেছে।

স্বামীকে

স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় বেছে বেছে উষ্ণ, কোমল শব্দ ব্যবহার করব। আমি তোমাকে কত্ত ভালোবাসি, কী করে বোঝাই। তুমি আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য নেয়ামত। তোমাকে সুখে রাখার জন্য সাধ্যের সবটুকু করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীকে

স্বামীর কোনো কথা, আচরণ, অভ্যাস পছন্দ না হলে—সেটা প্রকাশ করা দূষণীয় নয়।

তবে, অপছন্দনীয় বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি স্বামীর কোন বিষয়টা ভালো লাগে—সেটাও মুখ ফুটে বলে দেওয়া উচিত। অপছন্দের বিষয় তুলে ধরার জন্য উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত শব্দ, উপযুক্ত ভঙ্গি

অবলম্বন করা উচিত। আন্তরিক ভঙ্গিতে, অন্তরঙ্গ আমেজে, তিক্ত কথাও মিষ্ট মনে হয়।

সুখী পরিবার

স্ত্রীর সাজসজ্জা দাম্পত্যজীবনের মৌলিকতম অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুখী সংসার গড়তে হলে স্ত্রীকে সাধ্যমতো সাজগোজ করা জরুরি। শরিয়তের চাহিদাও তাই। স্বামী যেমন দেখতে পছন্দ করে, নিজেকে সেভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। নিজের প্রতি স্বামীর আগ্রহ ও আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য শরিয়তের সীমায় থেকে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। স্বামীকেও স্ত্রীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

সুখী গৃহকোণ

ঝগড়ার সময় দুজনের যিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেন, তিনি মোটেও দুর্বল নন; অত্যন্ত শক্তিমান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَيسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إنَّما الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

‘প্রকৃত বলবান বীরপুরুষ সে নয় যে কুস্তিতে কাউকে ধরাশায়ী করে। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে’ [সহিহ বুখারী : ৬১১৪]।

শিক্ষা : রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা অনেক বড়

শক্তির পরিচায়ক। সংসারকে সুখময় করে তুলতে, রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। রাগ মানে আগুন। আগুন মানে জ্বালাপোড়া। রাগ আর অহংকার দাম্পত্যজীবনের প্রধানতম শত্রু। রাগ কাবুতে এসে গেলে, শয়তান প্রবেশের দরজা বন্ধ।

২. দুজন-দুজনার

মানুষমাত্রই ভুল হয়। নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করতে পারা অনেক বড় গুণ। সংসার টিকিয়ে-গুছিয়ে রাখতে নিজের ভুল স্বীকারের কোনো বিকল্প নেই। আমি আগ বাড়িয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নিলে, অপর পক্ষের মধ্যে যদি ন্যূনতম বিবেক থাকে, ক্ষমা করবেই, তার মধ্যে সহানুভূতি জেগে উঠবেই। জীবনসঙ্গীর কাছে নিজের দোষ স্বীকারে কোনো লজ্জা নেই। আগবাড়িয়ে ভুল স্বীকারে দুজনের সম্পর্ক গভীর হয়, হৃদয়ের বন্ধন মজবুত হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া অটুট হয়। ভুল স্বীকারটা সামনাসামনি হতে হবে—এমনটা জরুরি নয়। ম্যাসেজে হতে পারে, অন্য কারো মাধ্যমে হতে পারে, আচার-আচরণ, হাবভাবের মাধ্যমে হতে পারে।

স্বামীকে

স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে ফেললে, তার আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেললে, যত দ্রুত সম্ভব তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। ক্ষমাপ্রার্থনা, উত্তম কথা, মনের ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, মনে ক্ষত শুকিয়ে দেয়। স্ত্রীকে মানিয়ে নেওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করব, আর কখনো এই ভুল করব না, ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীকে

স্বামীর সাথে কোনো কারণে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মনোমালিন্য হয়ে গেলে, সর্বোচ্চ চেষ্টা করে হলেও যত দ্রুত সম্ভব সম্পর্কটাকে স্বাভাবিক করে ফেলব। দূরত্বের সময় যত বাড়বে, স্বামীর মন তত শক্ত হতে থাকবে। স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এটা দুজনের জন্যই ক্ষতিকর।

সুখী পরিবার

সুন্দর মুহূর্তগুলোতে দুজনের আগ্রহের বিষয়গুলো জেনে নেওয়া ভালো। সঙ্গী কী পছন্দ করে, কী অপছন্দ করে, সেটা জানা থাকলে সুখী করতে সুবিধা। দুজনেই পছন্দ করি এমন বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চায় রাখতে পারি। ধরা যাক, দুজনেই বিশেষ কোনো সূরা বা আয়াত পছন্দ করি, সেটা দুজন মিলে শুনতে পারি। দুজনেরই নির্দিষ্ট কোনো কবিতা ভালো লাগে, একসাথে পড়তে পারি।

৩. দুজন-দুজনার

দুজনের সম্পর্কটা যেন উষ্ণ থাকে, ভালোবাসা আর মহব্বতপূর্ণ থাকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। দুজনেই সবসময় মনে খেয়াল রাখব, পারস্পরিক মহব্বত, মনোযোগে কোনো ঘাটতি দেখা দিলো না তো? ঘাটতি দেখা দিলে কেন দেখা দিলো? তৃতীয় পক্ষের কথার ব্যাপারে সতর্ক থাকব। নির্মোহ যাচাই-বাছাই ছাড়া দুজনের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির কথা শোনামাত্রই বিশ্বাস করে ফেলব না। তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিজের, মা-বোন, বাপ-

ভাইও হয়, তাহলেও শোনামাত্রই স্বামী বা স্ত্রী সম্পর্কিত অভিযোগ চট করে বিশ্বাস করে বসব না। চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে বললেও না। তবে, বিশ্বাস যে করিনি, সেটাও বুঝতে দেবো না। চুপচাপ পুরো অভিযোগ-বিচার শুনে যাব; মন্তব্য করব না।

স্বামীকে

নেককার স্বামীর বৈশিষ্ট্য কী?

স্ত্রীকে মহব্বত করে আদর-সমাদর করে রাখবে। স্ত্রীর প্রতি রাগ করলে তাকে অপমান করবে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না। তার জন্য দোয়া করবে। নিজে ইমাম হয়ে স্ত্রীকে মুক্তাদি বানিয়ে সলাত আদায় করবে। দীন শিক্ষা দিবে, সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রীকে সাহায্য করবে, স্ত্রীর সাথে খুনশুটি, হাসিঠাট্টা করবে। দুজনে হাসাহাসি করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মেনে চলবে। দুজনে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করবে। একে অপরকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করবে। ঘরকে আনন্দ, মহব্বত, ভালোবাসায় পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট থাকবে। শরিয়তসম্মত জীবনযাপন করবে।

স্ত্রীকে

ধনসম্পদ, বংশ-গোত্র, পদ-পদবি, চাকরিবাকরি, বাড়ি-গাড়ি দিয়ে কখনো সুখী পরিবার গড়ে দেয় না। এগুলো সুখী পরিবার গড়ার পার্শ্ব উপাদান হতে পারে। এগুলো পেলে নারী খুশি হয়। এগুলো ছাড়াও অনেক নারী সুখী হয়। নারীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্বামীর দীনদারি ও ইনসাফ বোধ। স্বামীর মধ্যে দীন না থাকলে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার থেকে কে তাকে বিরত রাখবে? যার

মধ্যে দীন নেই, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কোনো নারী যদি ভেবে থাকে, বাড়ি-গাড়ির মধ্যেই সবটুকু সুখ নিহিত, তাহলে বলতে হবে তিনি কল্পনাবিলাসের মাঝে মগ্ন আছেন। বাড়ি-গাড়ি দিয়ে সুখ আসে—সেটা সাময়িক। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীন ও উত্তম আখলাককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

সুখী পরিবার

দুজনে সুখী হওয়ার জন্য, সম্পর্ককে টেকসই করার জন্য একটা মূলনীতি মেনে চলা জরুরি : রেগে যাব না। রেগে গেলে কথা বলব না। কথা বলে ফেললেও সেই অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না।

৪. দুজন-দুজনার

দুজনের ঝগড়া-বিবাদ যতই তীব্র হোক, সেটাকে কোনো অবস্থাতেই চার দেয়ালের বাইরে বের হতে দেবো না। চেষ্টা করব, দুজনেই বিবাদটা মিটিয়ে ফেলতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ বেশির ভাগ সময় বাড়তি ইন্ধন নিয়ে হাজির হয়। তবে, একান্ত প্রয়োজনে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার অধিকারী তৃতীয় পক্ষের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। কুরআনও তাই বলে।

স্বামীকে

স্ত্রীকে এমন কিছু হাদিয়া দিতে চাই, যা পেলে মানুষটা আজীবন সুখী আর খুশি থাকবে। কী হতে পারে সেটা? তাকে ভালোবাসা দিতে হবে। তাকে সেবা-যত্ন ও টেক কেয়ারের চাদরে মুড়িয়ে রাখতে হবে। স্বামীর ভালোবাসা পেলে নেককার স্ত্রীর আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকবে না।

স্ত্রীকে

স্বামীর উপস্থিতিতে ভুলেও মোবাইলে ডুবে থাকব না। দুজনের গোপন বিষয়গুলোও নিজ পরিবারের আপন কারো কাছে ফাঁস করব না। যত আপনই হোক, কোনো অবস্থাতেই না।

সুখী পরিবার

পরিবারের সবাইকে গুনাহমুক্ত পরিবেশে বেড়াতে যাওয়া দারুণ ব্যাপার। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর আর মধুর হয়। আত্মিক বন্ধনে নতুনত্ব আসে। মা-বাবার সাথে বেড়ানো সন্তানরা দারুণ উপভোগ করে। স্ত্রীরাও এমন কিছুর জন্য মুখিয়ে থাকে। বাইরে যাওয়া সম্ভব না হলে, ঘরেই নূতন কিছু আয়োজন করতে পারি। একসাথে বসে চা-কফি পান করতে পারি। সবাই মিলে নতুন কোনো রেসিপিতে রান্না করার চেষ্টা করতে পারি। সবাই গল্প বলতে পারি।

৫. দুজন-দুজনার

কথা-কাটাকাটি, তর্কবিতর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডার সময়ও মনে রাখার চেষ্টা করব, আমরা কেন ঝগড়া করছি? সমস্যার সমাধানের জন্য নাকি তর্কে জয়ী হওয়ার জন্য? আমি নিজে ঠিক, অপর পক্ষ ভুল—এটা প্রমাণ করার জন্য? তর্কের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে হবে, সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান। অন্য কিছু নয়।

স্বামীকে

স্ত্রীর কাছে রোমান্টিক স্বামী মানে? যে স্বামী তার কথা মনোযোগ

দিয়ে শোনে, যে স্বামী তার কষ্টে পাশে দাঁড়ায়, যে স্বামী তার শরিয়তসম্মত স্বপ্ন, সাধ-আহ্লাদগুলোকে উদারচিত্তে প্রশ্রয় দেয়।

স্ত্রীকে

ফ্যাশনদুরস্ত, স্মার্ট, সাজসজ্জা সচেতন হওয়াই নারীর একমাত্র সৌন্দর্য নয়, ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য বলে একটা ব্যাপার আছে। হাসিখুশি থাকা, তৎপর হওয়া নারীর অন্যতম সৌন্দর্য। গোমড়ামুখো মনমরা, ভারিক্কি চলাফেরার স্ত্রী সংসারকে নীরস আর প্রাণহীন করে দেয়। চটপটে স্ত্রী সংসারকে জীবন্ত আর প্রাণবন্ত করে তোলে।

সুখী পরিবার

কোনো কিছুই অতিরিক্ত ভালো হয়। অতিরিক্ত প্রশংসা বা নিন্দা-সমালোচনা দুটোই ক্ষতিকর। প্রশংসা ও নিন্দা দুটোই ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ঘরের পরিবেশ সবসময় একরকম থাকে না। মাঝেমধ্যে সঙ্গীর ভুল কথা ও কাজের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সবসময় অতিরিক্ত প্রশংসা হলে, দরকারের সময় যৌক্তিক সমালোচনা করতে গেলে সঙ্গীর মন বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬. দুজন-দুজনার

শয়নকক্ষকে সর্বোচ্চ সম্মান দেবো। দুজনেই একটা নিয়ম বানিয়ে নেব, শোয়ার ঘরে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। বিশ্রামের স্থানকে বিতর্কের জায়গা বানাব না। ভালোবাসার জায়গাকে ঘৃণার জায়গায় পরিণত করব না। একান্ত ঝগড়া করতে হলে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাব।

স্বামীকে

ছোটখাটো বিষয়ও সংসারে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আমার ছোট্ট একটি বাক্য স্ত্রীকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারে। শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহু খইরান, দয়া করে, কষ্ট করে, অনুগ্রহ করে, মেহেরবানি করে—এই বাক্যগুলো দুজনের সম্পর্ককে অনেক সুন্দর আর গভীর করে তুলবে। আসতে-যেতে সালাম দেওয়া, সুন্দর ভঙ্গিতে নসিহত করা, মিষ্টি করে মুচকি হাসি দেওয়া, ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করা, তার প্রতি সদাচার করা।

স্ত্রীকে

স্বামীর প্রতি উপেক্ষামূলক আচরণ করা, স্বামীকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা, দাম্পত্য সম্পর্ককে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। সম্পর্ককে শীতল করে দেয়। স্বামীর প্রতি মনোযোগ দেবো। স্বামীর ছোটখাটো বিষয়েও গুরুত্ব দেবো।

সুখী পরিবার

যেকোনো মানবিক সম্পর্কেই ছন্দপতন থাকে। উষ্ণতা কিংবা শীতলতা থাকে। একসাথে থাকতে গেলে মাধুর্যের পাশাপাশি তিক্ততাও থাকে। তিরস্কার-ভর্ৎসনায় সমাধান আসে না। সংসারে সুখে থাকার মোক্ষম উপায় হলো, তাগাফুল ও তাজাহুল। সঙ্গীর দোষত্রুটি উপেক্ষা করা, যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া, দেখেও না দেখার ভান করা। সারাক্ষণ সঙ্গীর দোষত্রুটি নিয়ে পড়ে না থাকা। তাহলে জীবন গতিশীল থাকবে।

৭. দুজন-দুজনার

বিয়ের আগেই দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেব। দ্বিধা, সন্দেহ, ভীতি, নেতিবাচক চিন্তা নিয়ে দাম্পত্যজীবন শুরু করলে, দুজনের সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব পড়ে। সম্পর্কের রসায়ন গাঢ় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুখী পরিবার, সুখময় দাম্পত্য গড়ে তোলার জন্য বিয়ের আগেই এ বিষয়ে ভালো করে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা।

স্বামীকে

সুন্দর কথা, মিষ্টি বাক্যবিনিময়, মুচকি হাসি, স্বামীর উজ্জ্বল প্রসন্ন চেহারা স্ত্রীকে সুখী করে, আশ্বস্ত করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম কথা সদকাস্বরূপ [বুখারী : ২৯৮৯]।

কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। হতে পারে, সেটা ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা [সহিহ মুসলিম : ২৬২৬]।

স্ত্রীকে

নিজের সমস্যা যেন ঘরের বাইরে কারো কাছে না যায়। নিজে আগে বেড়ে স্বামীর সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাটা ফলদায়ক। অনেক পক্ষকে দুজনের সমস্যায় যুক্ত করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্যকে জানালে অনেক সময় এমন হয়, আমার সমস্যা নিয়ে সে আরেকজনের সাথে আলাপ করে। এমনকি আমার উপস্থিতিতেই। অথচ ততদিনে স্বামীর সাথে আমার মিটমাট হয়ে গেছে।

সুখী পরিবার

মিয়া-বিবির মাঝে প্রকৃত মহব্বতের স্বরূপ কী? উভয়েই একে অপরের দোষত্রুটি, গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হবে। তারপর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আত্মসংশোধন, আত্মোন্নয়নে মনোযোগী হবে।

৮. দুজন-দুজনার

মিয়া-বিবি উভয়েই একে অপরকে বিশেষ উপলক্ষ্যে বাড়তি গুরুত্ব দিবে। বিবাহবার্ষিকী বা জন্মদিন জাতীয় নয়, নিজেরাই উপলক্ষ্য তৈরি করে একে অপরকে অভিবাদন ও উপহার পেশ করব। তাহলে একঘেয়েমি কাটবে। সম্পর্কে নাব্যতা আসবে। মহব্বতের খরা কাটবে।

স্বামীকে

স্বামী রাগান্বিত থাকলে কথা চালাচালি থেকে বিরত থাকা উচিত। কোনো কথার জবাব দিতে হলে, শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দেওয়া নিরাপদ। নিজের মেজাজ, স্নায়ুর ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কোনো অবস্থাতেই ব্যাপারটা যেন ঝগড়ার দিকে মোড় না নেয়, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

স্ত্রীকে

কিছু নারী আছে তারা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন করেন, শ্বশুরবাড়িকে সহযোগিতা করেন, তারপর স্বামীকে সেটা দেখিয়ে খোঁটা দেন। অনেকদিন আগের ঘটনা হলেও কিছুদিন পরপর সেটা

মনে করিয়ে দেন। বিষয়টা স্বামীদের জন্য বিব্রতকর, বিরক্তিকর। অনেক সময় স্ত্রীর এহেন আচরণ স্বামীকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। আমি এমন হব না।

সুখী পরিবার

মিয়া-বিবি উভয়কেই একটি বিষয়ে সাহসী হওয়া জরুরি। অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করার সাহস থাকতে হবে। ভুল হলে 'আমি দুঃখিত, আমার ভুল হয়ে গেছে, আফওয়ান, সরি—এসব বলার মতো হিম্মত ও মানসিক ঔদার্য থাকতে হবে। এই একটি গুণ থাকলে সংসার সুখের হতে বেশি সময় লাগবে না। সঠিক সময়ে, সঠিক ভঙ্গিতে, সঠিক ব্যক্তিকে 'আমি দুঃখিত' বলার মতো অমূল্য বস্তু আর কিছু হতে পারে না। সঙ্গীর গুণের স্বীকৃতি দেওয়ার অভ্যাস করাও ভীষণ জরুরি। সঙ্গীকে 'জাযাকাল্লাহু খইরান' বলতে পারি? কিছু করতে বলার আগে, 'কষ্ট করে, মেহেরবানি করি, দয়া করে' বলতে পারি? অভ্যাস না থাকলে আজ থেকেই শুরু দেবো, ইনশাআল্লাহ।

৯. দুজন-দুজনার

দাম্পত্যজীবন হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেকের সমন্বয়। দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে সংসার সুখের হয়ে ওঠে। দাম্পত্যজীবনে সুখ-দুঃখ আছে, সুদিন-দুর্দিন আছে, হাসিকান্না আছে, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য আছে, ছন্দপতন আছে। সংসার কোনো নিরবচ্ছিন্ন সুখ সৌভাগ্যের নাম নয়। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের নামও নয়। সংসারে কখনো সুখ থাকবে, কখনো দুঃখ থাকবে। এই দুয়ের মধ্য দিয়ে সংসার বয়ে চলে। স্বামী-

স্ত্রী উভয়েই চেষ্টা করবে, ভালোবাসা, দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে যেন উভয়েই সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মিক ঔদার্যের পরিচয় দেয়। তাহলে সংসারের ভিত মজবুত থাকবে। পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানবোধ জন্ম নিবে।

স্বামীকে

গোপনে স্ত্রীর মোবাইল হাতানো অনেক বড় গুনাহ। দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেহপ্রবণতা দাম্পত্য জীবনকে ভঙ্গুর করে দেয়।

স্ত্রীকে

স্বামীর কাছে এত বেশি চাহিদা পেশ করব না, যার কারণে স্বামী হারাম উপার্জন করতে বাধ্য হয়। স্বামীর আয় বুঝে বায়না ধরব। স্বামীকে আর্থিক অবস্থা উন্নতির কথা বলতে দোষ নেই, তবে সেটা হতে হবে, গ্রহণযোগ্য পন্থায়, আন্তরিক ভঙ্গিতে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে তুলনা দিয়ে আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য চাপ সৃষ্টি করব না। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

সুখী পরিবার

গতকালের ভুলগুলো মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব। নতুন দিনে প্রেমময় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করব। সংসারে সুখী হতে গেলে এর বিকল্প নেই। অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকলে ঝগড়া লেগেই থাকবে। আগের কথা মনে রাখলে নিজের কষ্টই বেশি। মনে সুখ থাকে না।

১০. দুজন-দুজনার

দুজনের সম্পর্ককে উষ্ণ রাখতে হলে দুজনের মধ্যকার গোপন বিষয়গুলোকে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে আড়াল করে রাখা জরুরি। শরীর ও আত্মার যেমন পবিত্রতা থাকে, সম্পর্কেরও পবিত্রতা থাকে। এই পবিত্রতা বজায় থাকে দুজনের একান্ত বিষয়গুলো অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখার মাধ্যমে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় গোপন বিষয়ই আড়ালে রাখা কর্তব্য।

স্বামীকে

দাম্পত্যজীবনে হাদিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদিয়া মহব্বত বৃদ্ধি করে। যত ছোট আর কমদামি হাদিয়াই হোক, স্বামীর কাছ থেকে কিছু পেতে স্ত্রীরা খুবই পছন্দ করে। স্বামীর ছোটখাটো হাদিয়াও স্ত্রীর মনে গভীর আনন্দ সৃষ্টি করে।

স্ত্রীকে

নিজের প্রতি গুরুত্ব দেবো। সবসময় স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। নিজের নারীত্বের সবটুকু দিয়ে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যয় করব। পুরুষের চোখে নারীর যেসব বিষয় আকর্ষণীয় এবং নারীর যেসব বিষয় পুরুষকে আকৃষ্ট করে—সেগুলোর সৌন্দর্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকব।

সুখী পরিবার

স্বামীরা সংসারের ঘটনাগুলোর সারসংক্ষেপ জানতে চায়। স্ত্রীরা ঘটনার খুঁটিনাটি জানতে চায়। এই মূলনীতি জানা না থাকার কারণে

অনেক সংসারে সমস্যা দেখা দেয়। স্ত্রী লম্বা কাহিনি ফেঁদে বসে, স্বামী শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়। বিরক্তি প্রকাশ করলে, স্ত্রী অভিমান করে গাল ফুলিয়ে গোস্সা করে বলে, সংসারে আমার কোনো গুরুত্ব নেই। এই বাড়িতে চেয়ার-টেবিলের দাম আছে, মানুষের দাম নেই। বাইরের মানুষের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে পারে, আমার সাথে কথা বলতে গেলে বিরক্তি লাগে। স্বামীরা সংক্ষেপে কোনো কথা বললে, স্ত্রীর তৃপ্তি হয় না, আরো বিস্তারিত জানতে চায়। স্বামী বিরক্ত হয়। এত কিছু জানার কী দরকার?

মিয়া : স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। বিরক্তি লাগলেও হজম করে নিতে হবে।

বিবি : স্বামীকে ঘরের কথা বলার সময় সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে স্বামীর আগ্রহ থাকবে। সংক্ষেপে বলে তৃপ্তি না পেলেও জোর করে মনকে মানাতে হবে।

দুজনকে : উভয়কে উভয়ের মানসিকতা বোঝা জরুরি। দুজনেই নিজ অবস্থান থেকে সরে অপর পক্ষের চাহিদাকে মূল্যায়ন করলে সমস্যা হবে না, ইনশাআল্লাহ।

১১. দুজন-দুজনার

সব বিষয়ে দুজনের চিন্তাভাবনা মিলে যাওয়া জরুরি নয়। দুজনের কথাবার্তা এক হয়ে যাওয়াও জরুরি নয়। জরুরি হলো, একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করা, একে অপরকে মূল্যায়ন করা। দুজনের মধ্যে কোনো বিষয়ে অমিল দেখা দিলে, দুজনেই সমঝোতার ভিত্তিতে বোঝাপড়া করে অমিল দূর করে দেওয়া।

স্বামীকে

নারীদের স্বভাবে বক্রতা থাকে। অনেক সময় তারা ছোটখাটো বিষয়েও গোঁ ধরে বসে থাকে। এটা তাদের দোষ নয়; গুণ। স্বামীর কর্তব্য হলো, যেসব বিষয়ে স্ত্রীর সাথে বিরোধ বাঁধে, সেগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা। গোঁ ধরাটা নারীদের স্বভাবজাত বিষয়। স্বামী এ বিষয়ে সওয়াল লাভের আশায় সবর করবেন। চেষ্টা করবেন, যথাসম্ভব বিরোধ এড়িয়ে যেতে। ধীরে ধীরে স্ত্রীর অসম্পূর্ণতাগুলো সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। এ ধরনের স্বভাবগুলো সংশোধন হতে সময় লাগে। ভালোবাসা, আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করলে, সংশোধন হয়ে যায়। কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর আত্মসম্মানে আঘাত করা যাবে না, তাকে অপমান, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যাবে না। তাকে শোধরানোর সময় ও সুযোগ দিতে হবে। সময় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

স্ত্রীকে

কিছু নারী আছেন, বিয়ের কয়েকবছর পর নিজের সৌন্দর্য, সাজগোজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন। স্বামী কখন ঘরে আসছেন, কখন বের হচ্ছেন, কোনো খোঁজখবর নেই, পরোয়া নেই। স্বামীর কাছে আসার সময়ও বাড়তি মনোযোগ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীর সাথে বসে থাকার পরও বিশেষ কোনো আবেগ নেই। মনে হয় অপরিচিত দুজন মানুষ বসে আছেন।

সুখী পরিবার

দুজনের মনোমালিন্যের পর সংসারে সাময়িকের জন্য অচলাবস্থার

সৃষ্টি হয়। উভয়েই মনে মনে কামনা করেন, অপর পক্ষ আগ বাড়িয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে। অপেক্ষার পালা অনেক সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। শয়তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সে দুজনকেই নত না হওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। যত কষ্টই হোক, যত লজ্জা লাগুক, যতই অহমে আঘাত লাগুক, আমিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ক্ষমা চেয়ে নিব।

১২. দুজন-দুজনার

দাম্পত্য সুখ অলীক স্বপ্নরাজ্যের কোনো বিষয় নয়। খুব সহজেই দাম্পত্য সুখ হাসিল করা যায়। এই সুখ পেতে হলে, উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। একে অপরের ছোটখাটো ভুলগুলো দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা মজবুত হওয়া জরুরি। সমস্যাগুলো জিইয়ে না রেখে, দুজনে কথা বলে সমাধান করে ফেলা জরুরি।

স্বামীকে

বেশির ভাগ সময় এমন হয়, স্ত্রীকে রাগতে দেখে, স্বামীও রেগে যান। স্ত্রী যত রাগেন, স্বামী আরো বেশি উত্তেজিত হতে থাকেন। মারাত্মক ভুল কাজ। স্ত্রী রেগে থাকলে স্বামীর কর্তব্য প্রাণপণ চেষ্টায় চুপ থাকা, শান্ত থাকা। স্ত্রীকে রাগ ঝাড়ার সুযোগ করে দেওয়া। তার ভেতর যত অভাব-অভিযোগ আছে, সব উগড়ে দিয়ে শান্ত হোক। যত কষ্টই হোক, স্ত্রীর কথার জবাব না দেওয়া। তাতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়া সমূহ আশঙ্কা থাকে। স্ত্রী শান্ত হলে, তার সাথে

কোমল আর আদরের ভঙ্গিতে মতবিনিময় শুরু করা যেতে পারে। স্ত্রীর কোনো কথা বা আচরণ স্বামীর অপছন্দ হয়েছে, মনে আঘাত লেগেছে—সেটা প্রকাশ করা যেতে পারে। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর রাগ প্রশমিত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা।

স্ত্রীকে

স্বামীর কাছে আসার সময় নিজেকে যতটা সম্ভব গুছিয়ে নেওয়া উচিত। সবসময় একসাথে থাকলে, গুছিয়ে রাখা কঠিন। সংসারে সারাদিন পরিশ্রমের কাজ থাকে না। যে কাজ করলে শরীর ময়লা হয়, পোশাক অবিন্যস্ত হয়, ঘর্মাক্ত হয়, ওই সময় নিতান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখাই উত্তম। ঘামে ভেজা শরীর ও পোশাকে মেহমানকে অভ্যর্থনা করা উচিত নয়।

সুখী পরিবার

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এটুকু সময় দুঃখ, শোক, দুশ্চিন্তা, ঝগড়াঝাঁটি করে নষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, জীবনসঙ্গীর দোষত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দেখতে পারলে, জীবনের অনেক দুঃখকষ্ট কমে যাবে। দুজনের মধ্যে মিল-মহব্বত টিকিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো সালামের অভ্যাস গড়ে তোলা। এই একটা আমল যদি ঘরে চালু থাকে, সেই ঘরে আর যাই হোক, মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ থাকবে না। বিশেষ করে স্বামী বাইরে যাওয়ার সময় দুজনেই সালাম-জবাব বিনিময় করলে, সেই ঘরে আল্লাহ তাআলার রহমত ও শান্তির বারি বর্ষিত হতে থাকবে। স্বামী বাইরে যাওয়ার সময়, স্বামী বাহির থেকে ঘরে প্রবেশের সময়

স্ত্রী যদি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও দরজার কাছে এসে বিদায় ও অভ্যর্থনা জানায়, সংসার সুখের সাগরে ভাসতে বেশি দেরি লাগবে না।

১৩. দুজন-দুজনার

দুজনকেই নজরের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া জরুরি। আজকাল পর্দানশিন নারীও বেগানা পুরুষের সংশ্রবমুক্ত নয়। মোবাইলের কারণে খাস পর্দা করা নারীও পরপুরুষের ভাবনায় মজে যান। ওয়াজ শোনার সূত্র ধরে সুন্দর চেহারা ও সুরের অধিকারী ব্যক্তি পর্দানশিন নারীর মনে ভাসতে থাকে। দীনদার পুরুষও খবর ও সংবাদ পরিবেশনের সূত্র ধরে বেগানা নারীর কল্পনায় ডুবে যান। দুজনে যদি হারাম নজর থেকে বাঁচার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে, তাহলে এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। দুজন একে অপরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। নিয়মিত একে অপরের খোঁজ নিতে পারি। সঙ্গীর মনে যাতে বেগানার প্রতি কোনোরূপ আগ্রহ আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য উভয়েই নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে আদায়ে সচেষ্ট হতে পারি। হালাল সঙ্গী ছেড়ে হারামের দিকে পা বাড়ানোর অন্যতম কারণ হলো, সঙ্গীর কাছ থেকে অবহেলা পাওয়া। উভয়েই প্রশ্ন করব, আমি কি সঙ্গীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি? সঙ্গীর হক আদায় করছি?

স্বামীকে

কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হয়। নানা মানুষের সাথে লেনদেন, ওঠাবসা করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে নারী সহকর্মীর সাথে কাজ করতে

হয়। হালাল-হারামের সীমা মেনে চলতে না পারলে, গুনাহে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব কিছু নয়। পুরুষ বাইরে নজরের হেফাজত করতে না পারলে, বাড়ির মানুষটাকে ভালো লাগবে না। সবকিছুতে তুলনা জেগে উঠবে। এমনকি একান্ত মুহূর্তেও বেগানা নারীর নানা দিক চিন্তায় আসবে। নজরের গুনাহ মোবাইলের মাধ্যমেও হতে পারে।

স্ত্রীকে

কর্মজীবী নারীগণের কেউ কেউ ঘরে ফেরার পর কর্মক্লান্ত থাকেন। অনেক সময় স্বামীকে সময় দেওয়ার মতো উৎসাহ, উচ্ছ্বাস অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলে ধরার মতো আবেগ থাকে না। এসব ক্ষেত্রে স্বামীরা ঘরের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পরনারীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। শুরু দাম্পত্য শীতলতা। ধীরে ধীরে ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায় সংসার।

সুখী পরিবার

সংসারে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ করার চর্চা থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, আমল-আখলাকের ওপর নজর রাখা, নিয়মিত তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করা জরুরি। এ ব্যাপারে শিথিলতা করা মোটেও উচিত নয়। বিশেষ করে সলাতের ক্ষেত্রে। এটা নবীদের আমল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দেওয়া হয়েছে :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

-সূরা তোয়াহা : ১৩২

কুরআনে ইসমাইল আলাইহিস সালামের কথা খুব বেশি নেই। তিনি পরিবারকে নিয়মিত সলাতের আদেশ করতেন, এটা বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

-সূরা মারইয়াম- ৫৫

তাদাব্বুর : পরিবার কর্তার কর্তব্য, পরিবারের সদস্যদের সলাতের আপসহীন হওয়া। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় না দেওয়া। উভয় আয়াতে নবীকে 'আহল' মানে পরিবারকে সলাতের আদেশ করতে বলা হয়েছে। পরিবারের সুখশান্তি, খাইর ও বরকত নিয়মিত সলাত আদায়ে নিহিত।

১৪. দুজন-দুজনার

সংসারে ছোটবড় প্রতিটি কাজই ইবাদত। এমনকি দুজনের একান্ত সময় যাপনও ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ، أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كانَ له أَجْرٌ

'নিজের স্ত্রী বা দাসীর সাথে সহবাস করাও সদকাস্বরূপ। সাহাবিগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাতেও কি সে সওয়াব পাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে

বলো, কোনো ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তাহলে কি সে গুনাহগার হবে না? ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে) কামভাব চরিতার্থকারী সওয়াব পাবে' [মুসলিম : ১০০৬]।

স্বামীকে

গৃহকর্তা হওয়া মানে স্বৈরাচার হয়ে যাওয়া নয়। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মতবিনিময় করা যেতে পারে। তাদেরও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। পরিবারে ফুরফুরে আবহাওয়া বিরাজমান থাকা উচিত।

স্ত্রীকে

যে স্ত্রী নিজ সংসারের খুঁটিনাটি সবকিছু মাকে বলে দেয়, সে স্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। অনেক স্ত্রী আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেদের একান্ত গোপন কথা বান্ধবীকে বলে দেয়। স্বামীর কথাবার্তাও বান্ধবীকে শোনায়। অনেক নারী নিজের বান্ধবীর সবকিছু নিজের স্বামীর কাছে বলে। এদের উদ্দেশ্যেই নবীজি সা. বলেন :

لا تُباشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْها

'কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ওই নারীকে) দেখতে পাচ্ছে' [সহিহ বুখারী : ৫২৪০]।

সুখী পরিবার

সংসারে কিছু সমস্যা থাকে ছোটখাটো ও সাধারণ। ভুল বা অজ্ঞতাবশত সেটাকে কর্কশ ভঙ্গিতে, রূঢ় ভাষায়, অনুপযুক্ত সময়ে, অসুন্দর অভিব্যক্তিতে উপস্থাপনের কারণে জটিল আকার ধারণ করে। তিল থেকে তাল হয়ে যায়। একটু সতর্ক হলেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠে সম্ভব। জীবনসঙ্গীকে আঘাত বা আহত না করেও সংশোধন করা যায়। সমস্যাকে সমস্যা দিয়ে মোকাবেলা করা যায় না। সঙ্গীর মধ্যে যদি কোনো দোষত্রুটি থাকে, সেটাকে অসমীচীন ভঙ্গিতে সংশোধন করতে যাওয়াও আরেকটা দোষ।

১৫. দুজন-দুজনার

সংসারে আমিত্ব বড় ক্ষতিকর উপাদান। আমি নিজের করণীয় না করে, অন্যের কাছ থেকে কীভাবে তার করণীয় দাবি করি? আমি সঙ্গীর হক আদায় না করে, আমি কী করে সঙ্গীর কাছ থেকে আমার হক দাবি করি?

স্বামীকে

আবেগের বশে নিজের বিবির সবকিছু বন্ধুর কাছে ফাঁস করে দেওয়া কাজের কথা নয়। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নিজের সবকিছু বন্ধুদের কাছে দেওয়ার প্রবণতা অনেকের মধ্যে থাকে। এটা অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। কখনোই এমনটা করা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা যা গোপন রেখেছেন, তা আড়ালে রাখাই নিরাপদ।

স্ত্রীকে

নিজের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা উচিত। পুরুষরা আপন নারীকে নতুনরূপে, নতুন সাজে দেখতে পছন্দ করে। কিছুদিন পরপর নিজের চালচলনে সাধ্যমতো নতুনত্ব আনার চেষ্টা করতে পারি। স্বামীকে সুখী ও খুশি করার জন্য এটুকু করা যেতেই পারে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও করা উচিত। ত্রিশের পরপর গৃহবধূরা এদিকটাতে উদাসীন হয়ে পড়েন। আবার স্বামীরা ঘরের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বসলে, হা-হুতাশ করেন। স্বামীরা বারমুখো হওয়ার পেছনে যে তারও ভূমিকা আছে, সে কথা মাথায় থাকে না।

সুখী পরিবার

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রশংসা করা উচিত। ভালো কিছু দেখলে, ভালো কোনো কাজ করলে, সুন্দর কথা বললে, ইতিবাচক মনোভাব পেলে, নতুন কিছু করলে—প্রশংসা করা উচিত। তাহলে আরো ভালো করার উৎসাহ পাবে। দুজনের সম্পর্কও গভীর আর অটুট হবে।

১৬. দুজন-দুজনার

কঠোর, রূঢ়, কর্কশ ভাষা, ভঙ্গি ও শব্দ দাম্পত্যজীবনের জন্য বিষবৎ। এমন কথার রেশ আজীবন থেকে যায়। ঝগড়া থেমে গেলেও কটুকথার ক্ষতচিহ্ন দুজনের মিটমাট হয়ে যাওয়ার পরও অপর পক্ষের মনে চোরা কাঁটার মতো থেকে যায়। হয়তো উচ্চারণ করে না, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস হয়ে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসে। যত কষ্টই হোক, প্রচণ্ড ঝগড়াতেই মুখের লাগাম টেনে ধরা উচিত। কথার

আঘাত, হাতের আঘাতের চেয়ে মারাত্মক। হাতের আঘাত শরীরে, কথার আঘাত মনে। শরীরের ক্ষত শুকিয়ে যায়, মনের ক্ষত শুকায় না। সঙ্গীর প্রতি ঔদার্যপূর্ণ আচরণ, সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ মনোভাব দাম্পত্য সুখকে গভীর করে তোলে।

স্বামীকে

অনেক স্বামী মনে করে, স্ত্রীদের সাথে সবসময় কঠোর আচরণ করতে হবে, চোটপাট দেখাতে হবে, দৌড়ের ওপর রাখতে হবে। তাদেরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে বসবে। এমন স্বামীদের ধারণা প্রথম রাতেই বেড়াল মারতে হবে। তারা ভাবে, এতে তাদের ব্যক্তিত্বের ঠাটবাট প্রমাণ হবে, স্ত্রীরা তাদের ভয় পাবে, অনুগত থাকবে, তর্ক করবে না।

সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। এসব হলো বিয়ে ভাঙার বুদ্ধি। রাগারাগি, হম্বিতম্বি করে আর যাই হোক, সুখের সংসার গড়া যায় না। আগে কী হয়েছে না হয়েছে—সেটা বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। স্ত্রীর সাথে সম্মানজনক আচরণ, স্ত্রীর মন-মেজাজ মূল্যায়ন জরুরি।

স্ত্রীকে

স্ত্রীকে আদুরে নামে ডাকা সুন্নত। আম্মাজান আয়েশাকে নবীজি মাঝেমধ্যে আদর করে 'হে আয়েশ' হে হুমায়রা' বলে সম্বোধন করতেন। অনেক নারীই স্বামীর মুখে এমন ডাক শুনতে পছন্দ করেন। এমনকি বয়স্কা নারীও স্বামীর এমন সোহাগে বিগলিত হয়ে পড়েন।

সুখী পরিবার

দুজনের ঝগড়া-মতবিরোধ চার দেয়ালের অভ্যন্তরে থাকলে কোনো সমস্যা বা ঝুঁকি নেই। একসাথে থাকতে গেলে ঠোকাঠুকি লাগবেই। একসাথে থাকলে যত বিরোধই থাকুক, মিটমাট হবেই। কারণ দুজনের সম্পর্কের ভিত্তিই হলো 'মহব্বত'। এখন অমিল হয়েছে, একটু পর দোষ স্বীকার করলেক্ষমা চেয়ে , নিলে বিষয়টা মিটমাট হয়ে যাবে। দুজনের মনোমালিন্যের সংবাদ বাইরে গেলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। জীবনসঙ্গী নানা উপায়ে খুশি করে ফেলা যায়। সংসারে যখন তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয়ে যায়, তাদের সবাইকে তুষ্ট করা অসম্ভব ব্যাপার। আমি যতই সুন্দর হয়ে চলার চেষ্টা করি, কেউ না কেউ আমার শত্রু থাকবেই। এজন্য দুজনের সমস্যা কামরার মধ্যে রেখে দেওয়াই নিরাপদ।

১৭. দুজন-দুজনার

এটা খুবই দুঃখজনক, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া দুজনের কেউই সুন্দর পোশাক পরে না, সাজগোজ করে না, সুবাস মাখে না, একে অপরকে খুশি করার জন্য সাজে না। এমন সংসারে স্থবিরতা আসে। এমন সংসার প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বেড়াতে যাওয়ার জন্য সাজার চেয়ে, শুধু জীবনসঙ্গীর জন্য সাজা অনেক বেশি সওয়াবের কাজ।

স্বামীকে

নাকের ডগায় গোস্‌সা নিয়ে সংসার করা মুশকিল। রগচটা মেজাজ নিয়ে সংসারে নিজেও সুখী হওয়া যায় না, অন্যকে সুখী করা যায়

না। রাগ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা যাবে না, তবে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনোই চট করে রেগে যায় না, রেগেমেগে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারায় না, ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় না। রাগী পুরুষের সংসারে সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না। রাগী পুরুষের সংসারে থাকে জুলুম আর অশান্তি, চাপা অসন্তোষ আর ক্ষোভ।

স্ত্রীকে

স্ত্রীকে মন খুলে কথা বলতে দেওয়া উচিত। স্ত্রী যদি আবোল-তাবোল বকে, সেটাকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। নারীগণ কথাপ্রবণ মাখলুক। তারা কথা বলতে পছন্দ করেন। মনের কথা বলে যদি হালকা হয়, তাহলে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। সংসারের নানা ঝুট-ঝামেলায়, ঘরকন্নার কাজে, সন্তানের দেখাশোনা করতে করতে নারীদের মনে কিছু বাষ্প জমে যায়। খেদ জমে যায়, আক্ষেপ জমে যায়। স্বামীর পরম কর্তব্য, স্ত্রীর মনকে হালকা করার সুযোগ দেওয়া। স্ত্রীর এমন কথাবার্তায় বিরক্ত না হয়ে পরম ধৈর্যের সাথে চুপচাপ শুনে যাওয়া; জবাব না দেওয়া। স্ত্রীকে পালটা অভিযুক্ত করা।

সুখী পরিবার

দাম্পত্যজীবনে বেশির ভাগ সমস্যার মূলে থাকে একটি বেইনসাফি চিন্তা। প্রত্যেকেই সঙ্গীর কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য হক সামান্যতম কমবেশ ছাড়া শতভাগ পেতে চায়। নিজের পক্ষ থেকে সঙ্গীকে প্রাপ্য হক কতটুকু আদায় করছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। সংসার দেওয়া-নেওয়ার জায়গা। গিভ অ্যান্ড টেক। কিছু পেতে

হলে কিছু দিতে হবে। সম্পর্ক মজবুত রাখতে গেলে ‘বিনিময়’-এর কোনো বিকল্প নেই। আমাকেও দিতে জানতে হবে।

১৮. দুজন-দুজনার

দুজনের মধ্যে প্রশংসার অভ্যেস গড়ে তোলা জরুরি। ছোটখাটো কাজেও প্রশংসা করা উচিত। স্বামী রান্না, ঘর গোছানো, সাজগোজের প্রশংসা করবেন। স্ত্রী প্রশংসা করবেন স্বামীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ, বাজার-সদাই ইত্যাদির। সংসারে প্রশংসার প্রচলন থাকলে, পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। একজনের প্রশংসায় অন্যের মনে মহব্বত বৃদ্ধি করে।

স্বামীকে

মাসিক চলাকালে নারীদের মেজাজ বদলে যায়। খিটখিটে আর অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। কথায় কথায় রেগে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ সময় স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। যেসব কথা, কাজ, আচরণে স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সেগুলো এড়িয়ে চলা। অন্য সময়ের তুলনায় তখন স্ত্রীর প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া জরুরি। সন্তানসম্ভবা অবস্থাতেও একজন নারী খুবই সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন। এই সময় তাকে পরম আদরযত্নে রাখা উচিত।

স্ত্রীকে

স্বামী যখন ফিটফাট হয়ে কর্মক্ষেত্রে বা কোথাও যান, বুদ্ধিমতী স্ত্রীর উচিত স্বামীর এই ধোপদুরস্ত অবস্থাকে কাজে লাগানো। স্বামীর

প্রশংসা করা। পোশাক ও রুচির মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে প্রতি জুমাবারে মসজিদে যাওয়ার আগে ও জুমা পড়ে ফেরার পর স্বামীর প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করা। জুমার আগে ও পরে স্বামীকে সময় দেওয়া। জুমার প্রস্তুতির সময় সাংসারিক শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্বামীর সাথে থাকা।

সুখী পরিবার

সংসারে মনোমালিন্য হবে, ভুল বোঝাবুঝি হবে, কথা-কাটাকাটি হবে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবে। পরিবার কীভাবে চলবে, সেটা নিয়ে মতভেদ হবে। এসব সমস্যা কোনো অবস্থাতেই সন্তানের সামনে আনা উচিত নয়। কিছু মা-বাবা আছেন, সন্তানের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সন্তানের কাছে বিচার দেন। খুবই খারাপ কাজ।

১৯. দুজন-দুজনার

ইন্দ্রিয়লিপ্সা বা বস্তুগত উপাদান নির্ভর সম্পর্ক বেশিদিন টেকসই হয় না। দাম্পত্য সম্পর্কটাকে আরেকটু প্রসারিত করা উচিত। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া, মিল-মহব্বত সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা উচিত।

স্বামীকে

উত্তম কথা সদকাস্বরূপ। স্ত্রীর সাথে সবসময় কোমল নম্র ভাষায় কথা বলা উচিত। তার প্রতি মহব্বত প্রকাশ করা উচিত। উত্তম কথায় জাদুকরি শক্তি আছে। নারী মনকে উত্তম আর সুন্দর কথা

ভীষণ প্রভাবিত করে। নারীদের আবেগ অনুভূতি কোমল। একটুখানি নরম কথা, সামান্য মুচকি হাসিও নারীকে আবেগপ্রবণ করে দেয়। স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা। স্ত্রীকে বুঝতে দেওয়া, স্বামী তার ছোটখাটো বিষয়েও অনেক গুরুত্ব দেয়।

স্ত্রীকে

হযরত আনাস রা. বলেছেন, আমরা এক জিহাদি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোনো কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের দেখাশোনা করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবীজি সা. বললেন :

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليومَ بالأَجْرِ

‘যারা সওম পালন করেনি তারাই আজ সওয়াব নিয়ে গেল’ [সহিহ মুসলিম : ১১১৯]।

শিক্ষা : প্রতিটি গৃহিণীর এ কথা মনে রাখা দরকার, সংসারে ছোটবড় প্রতিটি কাজের জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব পাবেন। রান্নাবান্না, কোটাবাছা, ঝাড়পোঁছের বিনিময়ে তার আমলনামায় বিপুল সওয়াব যোগ হতে থাকবে। হাদীসে যারা রোযা রাখেনি তাদের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। মা-বোনেরা রমযানে রোযা রেখেই ইফতার বানান। তাদের দ্বিগুণ সওয়াব হবে। সংসারে

প্রতিটি কাজ আমি সওয়াবের নিয়তে করব, আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্য করব।

সুখী পরিবার

বিয়ের পর দেখা যায়, দুজনের অনেক বিষয়ে অমিল। স্বভাবের অমিল থেকে মতের অমিল দেখা দিতে শুরু করে। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, শুরুতেই দুজন বসে দুজনের পছন্দ-অপছন্দের অভ্যাস-আচরণগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া। উভয়ে চেষ্টা করে নিজের নেতিবাচক অভ্যাসগুলো দূর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। সঙ্গীর মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখার সাথে সাথে বিয়ে ভাঙার কথা মোটেও কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া। দুজনেই সঙ্গীকে শুদ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠতে সহযোগিতা করব।

২০. দুজন-দুজনার

জীবনসঙ্গীর মধ্যে পূর্ণতা খুঁজতে যাওয়া মারাত্মক ভুল। সঙ্গীর ভুলত্রুটি মেনে নেওয়ার জন্য বিয়ের আগে থেকেই মনকে প্রস্তুত করে নেওয়া জরুরি। জীবনে সুখী হতে হলে একটা কুরআনি মূলনীতি মনে গেঁথে নিতে হবে :

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়' [সূরা হুদ : ১১৪]।

শিক্ষা : আমি সবসময় জীবনসঙ্গীর ভালো দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করব। ইতিবাচক দিককে গুরুত্ব দেবো। সকালে হাসি হলে বিকেলে

কান্না হবে, এখন সুখ থাকলে একটু পর দুঃখ আসতে পারে। এটাই জীবনের ধর্ম। ক্ষমা, দোষত্রুটি এড়িয়ে চলতে শিখলে, সংসারে সুখের অভাব হয় না।

স্বামীকে

স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখা, স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি স্বামীর কর্তব্য। নবীজি কেমন স্বামী ছিলেন? একটি চিত্র দেখি। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিদায় হজের সময় আমরা শুধু হজের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলাম। আমরা যখন 'সরফ' নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার মাসিক শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার তাঁবুতে এসে দেখলেন আমি কাঁদছি। আমার কান্না দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে? হায়েয দেখা দিয়েছে? আমি বললাম জি। নবীজি সা. বললেন, এটি এমন একটি বিষয়—যা আল্লাহ তাআলা বনি আদমের সকল মেয়ের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন। হাজিগণ যা করে তুমিও তা করবে। শুধু কাবাঘরের তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে। সে হজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানি করেছেন [সহিহ বুখারী : ২৯৪]।

স্ত্রীকে

স্বামীর সেবা করা ওয়াজিব। স্বামী সেবার অংশ হিসেবেই ঘরের দেখাশোনা করা, সন্তান প্রতিপালন করা, খাবার প্রস্তুত করা, ঘর-বিছানা গুছিয়ে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণও সানন্দচিত্তে এ কাজ করেছেন।

সুখী পরিবার

দুজনের পারস্পরিক মহব্বত যেন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল করার দিকে ঠেলে না দেয়, এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা জরুরি। জীবনসঙ্গী নয়, আমার কর্তব্য হলো আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সঙ্গীর মায়ামোহ যেন আমাকে পাপে জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ না করে। সঙ্গীর মহব্বত যেন আমাকে মা-বাবার প্রতি দুর্ব্যবহার-অবহেলা করার দুঃসাহস তৈরি না করে।

২১. দুজন-দুজনার

দুজনের সম্পর্কের ভিত মজবুত রাখার ক্ষেত্রে সাফসুতরো থাকার বিকল্প নেই। পাক-পবিত্র থাকাটা দুজনের বন্ধনকে অটুট করে তোলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إذا أتى أحدُكُم أهلَه، ثم أراد أن يعودَ فلْيَتَوضَّأْ

'তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয়, দ্বিতীয়বারের আগে অযু করে নেওয়া কাম্য' [সহিহ মুসলিম : ৩০৮]।

ফিকির : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে দাম্পত্যজীবনের মূলমন্ত্র বানিয়ে নেওয়া উচিত। আত্মিক ও শারীরিক উভয় পরিচ্ছন্নতা দুজনকে একে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। মুমিনের জীবনে সুন্নাহ বরকত নিয়ে আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করতে বলেছেন, আমি তাঁর কথামতো অযু করলে,

এর সরাসরি প্রভাব দুজনের সম্পর্কের ওপর পড়বে। দাম্পত্যজীবন সুখময় ও বরকতময় হয়ে উঠবে।

স্বামীকে

জীবনসঙ্গিনীর সাথে মহব্বত গাঢ় করতে চাই? তাহলে সালামের চর্চা বাড়াতে হবে। ঘর থেকে বের হতে, ঘরে প্রবেশ করতে সালাম দিতে হবে। ফোনালাপের শুরু ও শেষে সালাম দিতে হবে। তার সাথে কোমল আচরণ করতে হবে, তার দোষত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাকে মাঝেমধ্যে হাদিয়া দিতে হবে। তার সাথে কথাবার্তায় সত্যবাদী হতে হবে। অস্পষ্ট, মিথ্যা কথা বিপদ ডেকে আনে। তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি আস্থা সৃষ্টি হলে, স্বামীর জন্য কলজে কেটে দিতেও দ্বিধা করবে না।

স্ত্রীকে

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য আবরণস্বরূপ। নিজের সংসারকে সুখময় করে তুলতে কয়েকটা কাজ করতে পারি : সবসময় স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করব। স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ করব না। স্বামীকে কষ্ট দেবো না। শরিয়তসম্মত কাজে স্বামীর আনুগত্য করব। শরিয়তবিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরব। স্বামীর সাথে নরম ভাষায় কথা বলব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করব না।

পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখব না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরের কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমিত দেবো না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হব না। স্বামীর সম্পদ হেফাজত করব।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কাউকে কোনো কিছু দেবো না।

স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে নফল নামাযে মশগুল থাকব না, নফল রোযা না রাখা। স্বামী একান্তভাবে সময় কাটানোর জন্য আহ্বান করলে, শরিয়তসম্মত কোনো ওজর না থাকলে সাড়া দিতে আপত্তি করব না। স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত আবরু হেফাজত করব, কোনো ধরনের খেয়ানত করব না। স্বামী গরিব বা অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করব না। স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে, আদব-লেহাজের সাথে নরম কোমল ভঙ্গিতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব, দোয়া করব। স্বামীর নাম ধরে ডাকব না। কারো কাছে স্বামীর দোষত্রুটি বর্ণনা করব না।

শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করব, তাদেরকে শ্রদ্ধা করব, ঝগড়া-বিবাদ বা অন্য কোনো উপায়ে কষ্ট দেবো না। সন্তানদের লালন পালনে অবহেলা করব না।

সুখী পরিবার

বিশ্ব সংস্থাগুলোর অ্যাজেন্ডা দেখে মনে হয়, সবার একটাই লক্ষ্য—পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া, বিয়েকে কঠিন করে তোলা, ব্যভিচারকে ব্যাপক করে তোলা। বিশ্ব মোড়লরা সংসার গড়ার চেয়ে ভাঙার ব্যাপারে উৎসাহী বেশি। শয়তানের কাজও তাই। নবীজি সা. বলেছেন :

إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ على الماءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرايَاهُ، فأدْناهُمْ منه مَنْزِلَةً أعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: فَعَلْتُ كَذا وكَذا، فيَقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قالَ ثُمَّ يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتَّى فَرَّقْتُ بيْنَهُ وبيْنَ امْرَأَتِهِ، قالَ: فيُدْنِيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أنْتَ، فيلتزمه

'ইবলিস সাগরের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারিদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে ইবলিসের কাছে সে শয়তান সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশি ফিতনায় ফেলতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এমন এমন ফিতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন ইবলিস বলে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর আরেকজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দিইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। শয়তান এ কথা শুনে তাকে কাছে টেনে বসিয়ে বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। তারপর ইবলিস তার সাথে আলিঙ্গন করে' [সহিহ মুসলিম : ২৮১৩]।

ইবরত : প্রতিটি দম্পতির উচিত, কোনোমতেই শয়তানকে ঘরে প্রবেশের সুযোগ না দেওয়া।

আদর্শ স্বামী

নবীজি যখন স্বামী

আমাদের ইসলাম শ্রেষ্ঠ কেন? কারণ ইসলামই একমাত্র জীবনঘনিষ্ঠ ধর্ম। জীবনের প্রতিটি দিকেই ইসলাম দিকনির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। খাওয়া-শোয়া, বাজার-সরকার, পড়ালেখা, জিহাদ-কিতাল, ঘরসংসার, দেনদরবার, অযু-গোসল, বাসরঘর, রান্নাঘর,

ড্রয়িংরুম, বাথরুম—সব জায়গায় আমাদের নবীজি আদর্শ রেখে গেছেন।

আজ আমরা দেখব, তিনি স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন। আমাদের কল্পনায় একজন স্বামীর যা যা গুণ থাকতে পারে, তার মধ্যে এর চেয়েও হাজারগুণ বেশি গুণাবলি বিদ্যমান ছিল।

নবীজি সা. স্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার জায়গা ছিলেন। তাদের অশ্রু মুছে দেওয়ার মাধ্যম ছিলেন। তিনি স্ত্রীদের কোনো কথাকেই হেসে উড়িয়ে দিতেন না। তাদের আবেগ, অনুভূতি ও অনুযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাদের মনোভার লাঘব করার চেষ্টা করতেন।

বর্তমানে বাজারে, সুখী দাম্পত্যজীবন বা সফল কাপল বা কীভাবে ভালো স্বামী/স্ত্রী হবেন, মেসালি বিবি-শাওহার—এ ধরনের অনেক চটকদার বই পাওয়া যায়। কিছু বই বেস্টসেলারও হয়; কিন্তু কোনো বই-ই নবীজির মতো স্বামীর পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারবে না। নবীজির দাম্পত্যের অন্দরে একটু ঢুঁ মেরে দেখা যাক :

এক. পাত্রের একই স্থানে মুখ লাগিয়ে পানাহার করতেন নবীজি :

আমি (আয়েশা) পান করে পাত্রটা নবীজির দিকে বাড়িয়ে দিতাম। তিনি আমার এঁটো করা স্থানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। দাঁত দিয়ে গোশত ছিঁড়ে খাওয়ার পর আমার লালা লেগে থাকা স্থানেই তিনি মুখ লাগিয়ে খেতেন [সহিহ মুসলিম]।

দুই. স্ত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে বসা :

নবীজি সা. আমি (আয়েশা) হায়েয অবস্থায় থাকলেও, আমার কোলে হেলান দিয়ে বসতেন [সহিহ মুসলিম]।

তিন. চুল আঁচড়ে দেওয়া। নখ কেটে দেওয়া :

-তিনি মসজিদে থাকলেও জানালা দিয়ে মাথাটা আমার হুজরার দিকে বাড়িয়ে দিতেন, আমি (আয়েশা) তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম [সহিহ মুসলিম]।

চার. নবীজি সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীদেরকে সময় দিতেন। তবে রাতের বেলায় চারিদিক নীরব হয়ে এলে, তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে ঘুরতে বের হতেন। হাঁটতে হাঁটতে কথাবার্তা বলতেন [সহিহ বুখারী]।

পাঁচ. স্ত্রীদের সাথে নবীজি হাসি-মজা করতে ভালোবাসতেন। তিনি নিজেই শুধু গল্প বলতেন তা নয়, স্ত্রীদের কাছ থেকেও গল্প শুনতেন। একবার হযরত আয়েশা রা. তাকে শুধালেন :

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধরা যাক আপনি উট নিয়ে কোনো এক চারণভূমিতে গেলেন। সেখানে একটা গাছ আছে, যার পাতা আগেই খেয়ে ফেলা হয়েছে। আরেকটা গাছ আছে, যেটার পাতা এখনো অক্ষত! আপনি কোন গাছের কাছে উটকে নিয়ে যাবেন?

-যে গাছে এখনো কোনো কিছু মুখ দেয়নি সেটার কাছে নিয়ে যাব!

হযরত আয়েশা বোঝাতে চেয়েছিলেন, নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিয়ের সময় কুমারী ছিলেন। বাকিদের সবাই আগে অন্য স্বামীর ঘর করেছেন [সহিহ বুখারী]।

ছয়. নবীজি সা. গৃহস্থালি টুকিটাকি কাজেও হাত লাগাতেন।

এটাসেটা করতেন। পুরোদস্তুর সাংসারিক। গৃহী।

-নবীজি সা. ঘরে থাকলে কী করতেন?

-তিনি পরিবারের কাজে অংশ নিতেন! [সহিহ বুখারী]।

সাত. শুধু স্ত্রীদের ভালোবাসতেন না কিন্তু নয়, তাদের বান্ধবীদেরকেও ভালোবাসতেন। খোঁজখবর রাখতেন। যোগাযোগ ছিন্ন হতে দিতেন না। এটাসেটা হাদিয়া পাঠাতেন। ছাগল জবেহ হলেই কিছু গোশত আলাদা করে বলতেন :

-এটা খাদিজার (অমুক) বান্ধবীর বাড়িয়ে দিয়ে এসো! (মুসলিম)।

আট. মানুষ প্রশংসা ভালোবাসে। স্বীকৃতি চায়। স্ত্রীও স্বামীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে চায়। গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে চায়। নবীজিও স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন :

= সারিদ যেমন সমস্ত খাবারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, আয়েশাও তেমনি অন্য নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ [সহিহ মুসলিম]।

সারিদ হলো রুটির টুকরোকে ঝোলে ভিজিয়ে তৈরি করা একপ্রকার খাবার!

নয়. হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে তার ছেলেবেলার বান্ধবীরা আসত। তার বয়স তখনো কমই ছিল। পুতুল খেলতে পছন্দ করতেন। সইদের সাথে তিনি খেলতেন। নবীজি সা. ঘরে এলে, খেলতে আসা সহেলীরা পালিয়ে যেত। নবীজি সা. তাদেরকে অভয় দিয়ে হযরত আয়েশার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। খেলার সুযোগ করে দিতেন [সহিহ মুসলিম]।

দশ. ভালোবাসা লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়। যদি সেটা হালাল হয়।

নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও অন্যদের কাছে প্রকাশ করা যায়। খোদ নবীজি সা. বলেছেন :

= আমাকে খাদিজার ভালোবাসা দান করা হয়েছে। (তার প্রতি আমার ভালোবাসাটা আল্লাহর তরফিয়া) [সহিহ মুসলিম]।

এগারো. স্ত্রীর শুধু দোষ নয়, তার গুণগুলোও খুঁজে বের করা দরকার। সেগুলো প্রকাশ করা দরকার। অপছন্দনীয় কিছু দেখলে অমনিই তেড়ে ওঠার কোনো কারণ নেই :

= স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যেন অন্যায় আচরণ না করে। তার কোনো একটা স্বভাব পছন্দ না হলেও, অন্য আরেকটা স্বভাব পছন্দ হবে! [সহিহ মুসলিম]।

বারো. নবীজি বেগানা কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দিতেন না। কিন্তু রাস্তায় হাঁটলে অজান্তেই চোখ পড়ে গেলে ঘরে চলে আসতেন :

= তোমাদের যদি বেগানা কোনো নারীর দিকে তাকিয়ে ফেলে, মনে ‘ভিন্ন চিন্তা’ জাগ্রত হলে, সে সাথে সাথে স্ত্রীর কাছে চলে যাবে। নিজের প্রয়োজন পুরো করবে [সহিহ মুসলিম]।

তেরো. একান্ত ঘরোয়া ব্যাপারগুলো বাইরের কারো কাছে না ভাঙা। দুজনের গোপন বিষয় দুজনের কাছেই থাকতে দেওয়া :

= কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, অতঃপর তা অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেয় [সহিহ মুসলিম]।

চৌদ্দ. নবীজি স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসাকে নানাভাবে প্রকাশ করতেন। তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করতে চাইতেন না। তিনি রোযা থাকাবস্থায় চুমু দিয়ে

ভালোবাসার জানান দিতেন [সহিহ মুসলিম]।

পনেরো. নবীজি পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সবসময়। স্ত্রীদের কাছে আসার আগে নিজেকে সুন্দর ও সুগন্ধিময় করে নিতেন। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা রা. বলেন :

-আমি তার চুলের সিঁথিতেও মিশকের সাদা অবশিষ্টাংশ দেখেছি। তখন তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন [সহিহ মুসলিম]।

ষোলো. নবীজি সা. পালাক্রমে সব বিবির সাথে থাকতেন। হযরত আয়েশার প্রতি তার আলাদা একটা টান ছিল। নবীজি সব বিবির প্রতিই ইনসাফ কায়েম করার চেষ্টা করতেন। সাহাবায়ে কেরাম খোঁজ রাখতেন, নবীজি সা. হযরত আয়েশার ঘরে কোনদিন যাবেন, সেদিন তারা বেশি বেশি হাদিয়া পাঠাতেন। নবীজির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে [সহিহ মুসলিম]।

সতেরো. স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা। তার মনকে বুঝতে পারা স্বামীর কর্তব্য। নবীজিও বিবিদের কার মেজাজ কেমন, বুঝতে পারতেন। সেটার প্রতি সম্মান দেখাতেন :

= আয়েশা! আমি বুঝতে পারি, তুমি কখন আমার প্রতি রাজি থাকো আর কখন আমার প্রতি নারাজ থাকো! তুমি আমার প্রতি খুশি থাকলে বলো :

-মুহাম্মাদের রবের কসম!

আর আমার প্রতি অখুশি থাকলে বলো :

-ইবরাহিমের রবের কসম! [সহিহ মুসলিম]।

আঠারো. হযরত উমর রা. বলেছেন :

-আমার স্ত্রী একবার আমার এক সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করল। আমাকে সিদ্ধান্তটা পুনর্বিবেচনা করতে বলল। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। স্ত্রী বলল :

-বা রে! নবীজির স্ত্রীরা পর্যন্ত নবীজির কাছে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানাতেন! আর আপনি আমার ক্ষেত্রে অস্বীকার করছেন? উম্মুল মুমিনিনদের কেউ কেউ তো নবীর সাথে রাগ করে একদিন একরাত পর্যন্ত কথা বলেননি, এমনও হয়েছে! [সহিহ বুখারী]।

আহা নবীজিও! কী অসাধারণ সহনশীল মানুষ ছিলেন তিনি!

উনিশ. হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কখনোই কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি [নাসায়ি শরিফ]।

আর এখন অ্যাসিড পর্যন্ত ছুড়ে মারে। কথায় কথায় ডিভোর্স!

বিশ. হযরত সাফিয়া রা. এক সফরে নবীজির সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। সাফিয়া কিছুটা ধীরে পথ চলছিলেন। পিছিয়ে পড়েছিলেন। নবীজি তার কাছে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সাফিয়া কাঁদছেন আর বলছেন :

-আপনি আমাকে একটা ধীরগামী গাধায় সওয়ার করিয়েছেন!

নবীজি সা. স্নেহভরে সাফিয়ার চোখের অশ্রু মুছে দিলেন। তাকে না কেঁদে চুপ করতে বললেন। [নাসায়ি শরিফ]।

= তিনি কতই প্রেমময় ছিলেন। আমি হলে কী করতাম! দ্রুত চলতে না পারলে কেন এসেছ!

একুশ. নবীজি সা. আরো অবিশ্বাস্য (আমাদের যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে) কাজও করেছেন। তিনি বলেছেন :

=তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দিবে, সেটার বিনিময়েও আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দান করবেন [সহিহ বুখারী]।

আহা, এভাবে ভালোবাসতে জানলে জীবনে আর কিছুর অভাব থাকে?

বাইশ. স্ত্রীর চাহিদার প্রতিও নবীজির ছিল তীক্ষ্ণ নজর। তিনি বলেছেন :

= তুমি যখন খাবার খাবে, স্ত্রীকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পরিধান করবে, স্ত্রীকেও পরিধান করবে [মুসতাদরাকে হাকেম]।

অর্থাৎ তিনি স্ত্রীকে সমমর্যাদা দিয়ে রাখতে বলেছেন। দাসী-বাঁদি করে নয়।

তেইশ. স্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখা। তাকে সন্দেহ না করা। নবীজি বলেছেন : কোনো পুরুষ যেন রাতের বেলা না বলে, আচানক ঘরে এসে উপস্থিত না হয়, স্ত্রীর দোষ ধরার উদ্দেশ্যে [সহিহ মুসলিম]।

চব্বিশ. স্ত্রীর আবেগ অনুভূতির প্রতিও লক্ষ রাখা। নবীজি মিথ্যাকে একদম প্রশ্রয় দেননি। কোনো প্রকার ছাড়া দেননি। কিন্তু তিনটা ক্ষেত্রে মিথ্যার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা দেখিয়েছেন। তার মধ্যে একটা হলো :

= পুরুষ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বললে অথবা স্ত্রী তার স্বামীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বললে! [নাসায়ি শরিফ]।

পঁচিশ. যার দুইজন স্ত্রী আছে, একজনের প্রতি বাহ্যিক আচরণে যদি বেশি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে একপাশ ঝুঁকে থাকা অবস্থায় কবর থেকে উঠবে! [তিরমিযী শরিফ]।

স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ করা আবশ্যক।

ছাব্বিশ. কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকলেও স্ত্রীর খোঁজখবর রাখা। শুধু কাজ নিয়েই মজে না থাকা। সারাদিনে একবারও স্ত্রীর খোঁজ না নিয়ে, সুন্নতের খেলাফ হওয়ার আশঙ্কা আছে। হযরত আনাস রা. বলেন :

= নবীজি সা. রাতে বা দিনে একবার হলেও স্ত্রীদের খোঁজখবর করতেন [সহিহ বুখারী]।

সাতাশ. হযরত মায়মুনা রা. বলেন :

= নবীজি সা. স্ত্রীরা হায়েয অবস্থায় থাকলেও তাদেরকে আদর করতেন। পায়জামার উপর দিয়ে। নাপাক মনে করে তাদেরকে একেবারে ছেড়ে যেতেন না [সহিহ বুখারী]।

= এখানে শুধু আদরই করতেন। সহবাস নয়।

আটাশ. হযরত আয়েশা রা. বলেন :

-একদিন আমি আর তিনি বসে আছি। এমন সময় যয়নব এলো। রাগান্বিত অবস্থায়। নবীজি সা. আমাকে বললেন :

-নাও, তার সাথে বিতর্ক করো!

আমি এমন তর্ক করলাম, কিছুক্ষণ পর দেখলাম যয়নবের মুখের লালা শুকিয়ে গেছে। সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সা.-

এর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন! ব্যাপারটা উপভোগ করছেন [ইবনে মাজা]।

উনত্রিশ. নবীজি সা. সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। কাকে সাথে নিয়ে যাবেন। লটারিতে যার নাম উঠত, তাকে সাথে নিয়ে যেতেন [মুত্তাফাক]।

= আজ এই সুন্নত বড়ই অবহেলিত। সবার এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। একটা মরা সুন্নতকে জীবিত করার সওয়াব কি কম?

ত্রিশ. স্ত্রীদের সাথে খেলাধুলা করা। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

-একবার নবীজি আমাকে বললেন, চলো দৌড় প্রতিযোগিতা করি! আমরা দৌড়ালাম। আমি তার চেয়ে এগিয়ে থেকে দৌড় শেষ করলাম। কিছুদিন পর আমি স্বাস্থ্য একটু ভালো হলে, তিনি আবার একদিন প্রতিযোগিতা দিতে বললেন। এবার তিনি জয়ী হলেন। মুচকি হেসে বললেন :

-এটা সেটার বদলা। শোধবোধ [আবু দাউদ]।

একত্রিশ. স্ত্রীকে আদর করে অন্য নামে সম্বোধন করাও সুন্নত। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন :

= ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ছাড়া আপনার আর সব স্ত্রীদের একটা করে 'কুনিয়াত'(উপনাম) আছে। তখন নবীজি আমার কুনিয়াত দিলেন: উম্মে আবদুল্লাহ [মুসনাদে আহমাদ]।

বত্রিশ. স্ত্রীকে গল্প শোনানোও সুন্নত। নবীজি সুযোগ পেলেই, স্ত্রীদেরকে গল্প শোনাতেন। খুনশুটি করতেন। চমৎকার একটা গল্প বুখারী শরিফে আছে। 'উম্মে যরা'-এর গল্পটা তো বিখ্যাত।

তেত্রিশ. ঈদে-উৎসবে স্ত্রীদেরও শরিক করা। তাদেরকে সাথে নিয়ে উপভোগ করা সুন্নত। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

= একবার মসজিদের চত্বরে কিছু হাবশি বালক বর্শা নিয়ে খেলাধুলা করছিল। নবীজি সা. তাদের খেলা দেখছিলেন। আমিও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে, তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে খেলাটা উপভোগ করেছি [সহিহ বুখারী]।

চৌত্রিশ. কেউ কষ্ট পায় এমন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করতেন না। স্ত্রীদের সাথে এবং খাদেমদের সাথেও। আনাস রা. বলেন :

= আমি দশ বছর নবীজির খেদমত করেছি। এক দিনের তরেও তিনি কোনো কাজের জন্য আমাকে পাকড়াও করে বলেননি, কেন এমনটা করেছ?

পঁয়ত্রিশ. স্ত্রীদের এবং অন্যদের শখের প্রতি তিনি সম্মান দেখাতেন। অন্যকে খাটো করে দেখতেন না। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

-আমি বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলতাম। তিনি ঘরে এলে বান্ধবীরা ভয় পেয়ে যেত। তারা লুকিয়ে পড়ত। কিন্তু নবীজি নিজেই সরে গিয়ে তাদেরকে খেলার সুযোগ করে দিতেন। নিষেধ করতেন না [আল আদাবুল মুফরাদ]।

ছত্রিশ. ঘরোয়া পরিবেশকে হাসি-আনন্দপূর্ণ রাখা। নির্দোষ দুষ্টুমি করাও সুন্নত। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

= একবার সাওদা আমার ঘরে বেড়াতে এলেন। নবীজি এক-পা আমার কোলে, আরেক পা সাওদার কোলে তোলে দিলেন। আমি

সাওদার জন্য 'হারিরা' (একপ্রকার খাবার) তৈরি করলাম। তাকে বললাম :

-খাও!

-আমি খাবো না!

-খাও বলছি, নইলে খাবারটা আমি তোমার মুখে মেখে দেবো!

-না আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না!

আমি একমুঠ হারিরা উঠিয়ে সাওদার মুখে মেখে দিলাম। এটা দেখে নবীজি মিটিমিটি হাসছিলেন [নাসায়ি শরিফ]।

সাঁইত্রিশ. একজনকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে না পড়া। পালা থাকলেও সবার প্রতি দৃষ্টি রাখা। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

-খুব দিনই এমন গিয়েছে, নবীজি সা. আমাদের সবার কাছে আসেননি। তিনি প্রায় প্রতিদিনই আসতেন। হাত ধরতেন। সবাইকে অন্তত চুমু হলেও খেতেন। সবার শেষে যেতেন, আজ যার কাছে থাকার পালা—তার ঘরে [তাবাকাতে সাদ]।

আটত্রিশ. স্ত্রীদের সাথে সাময়িক মনোমালিন্য হলেও নবীজি কাউকে খাটো করতেন না। কথাবার্তায় কোমল পন্থা অবলম্বন করতেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

= ইফকের ঘটনায়, তিনি আমার প্রতি আগের মতো উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। আমি অভিযোগ করলে তিনি কোমল আচরণ করতেন। কিন্তু আমার কষ্ট লাগত, আমি সে ঘটনার ভার সইতে না পেরে, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তিনি এসে আমার আম্মা কাছে জানতে চাইতেন :

-সে কেমন আছে?

নাম নিতেন না [সহিহ বুখারী]।

উনচল্লিশ. স্ত্রীরা অসুস্থ হলে নবীজি সা. তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

= আহলে বাইতের কেউ অসুস্থ হলে তিনি 'আউযু' সংবলিত আয়াতসমূহ পড়ে ফুঁক দিতেন [সহিহ মুসলিম]।

চল্লিশ. নবীজি সা. অন্যদেরকে ভালো স্বামী হতে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করতেন। নিজে একজন ভালো স্বামী হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো ছিলেনই, তারপরও মৌখিকভাবেও বলতেন :

-তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম বলে বিবেচিত সেই! [তিরমিযী শরিফ]।

একচল্লিশ. নবীজি সা. সফর থেকে এসে, চট করে ঘরে চলে যেতেন না। স্ত্রীদেরকে সাজগোজ করার সুযোগ দিতেন। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দিতেন। হযরত জাবের রা. বলেন :

= আমরা একবার সফর থেকে মদিনায় ফিরলাম। ঘরে যেতে উদ্যত হলে নবীজি সা. বললেন :

-থামো, স্ত্রীদেরকে সুযোগ দাও। রাতের দিকে ঘরে যেয়ো। স্ত্রীরা এর মধ্যে 'ক্ষৌরকর্ম' সেরে নিতে পারবে। আলুলায়িত কেশ বিন্যাস করে নিতে পারবে! [নাসায়ি শরিফ]।

নবীজি সা.-এর চেয়ে ভালো স্বামী হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব? রাসুলুল্লাহর মতো স্বামী হওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের

দায়িত্ব চেষ্টা করে যাওয়া। নবীজির মতো আমাদেরও সব স্ত্রীর প্রতি সমান নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাদের অধিকার আদায় করার অপরিহার্য।

আদর্শ স্ত্রী

(কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে)

নেককার স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য কী?

১. স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত-আবরু, সতীত্ব হেফাজত করবেন। ছোটবেলা থেকেই নিজেকে হারাম মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকবেন,

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

‘সুতরাং সতীসাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে (পুরুষের) অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হেফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে’ [সূরা নিসা : ৩৪]।

২. উত্তম আখলাক ও স্বভাব দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করবেন। সুন্দর করে কথা বলার গুণ অর্জন করবেন, কোমল আচরণে অভ্যস্ত হবেন। ন্যায়সংগত কথা, নসিহত-উপদেশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করবেন। ঝগড়া প্রবণ হবে না। অহংকারী হবে না। কটুভাষী হবে না। কর্কশ আচরণ করবে না। সহজ সরল হবে। নিজেকে পাকসাফ রাখবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন। স্বামীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সচেষ্ট থাকবে।

৩. রবের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে যত্নবান হবেন। ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি সদা সচেষ্ট থাকবেন। সময়মতো সলাত আদায়ে যত্নবান হবেন। এককথায় দীনদার হবে। পুরুষকে এমন নারী বিয়ে করার উপদেশ দিয়েছেন নবীজি সা. :

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

‘অতএব তুমি ধর্মপরায়ণ নারীর সন্ধান করো। তাহলে তোমার জীবনে সমৃদ্ধি আসবে’ [বুখারী : ৪৮০২]।

৪. সন্তান প্রতিপালনে স্বামীর আস্থার প্রতীক হবেন। সন্তানকে ইসলাম, আখলাক, কুরআন শিক্ষা দিবেন। সন্তানের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত, রাসূলের মহব্বত, মানুষের কল্যাণ চিন্তার মহব্বত বসিয়ে দিবেন।

৫. এমন জীবনসঙ্গিনী হবেন, যাকে দেখলে স্বামীর মনে প্রশান্তি জেগে ওঠে, যার সাথে সময় কাটালে স্বামীর মন-মেজাজ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। যার উপস্থিতিতে ঘরসংসার খুশি-আনন্দ, সুখ-শান্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। নেককার নারী স্বামীর রোজগার থাকলে শোকর করবে, বেকার হলে সবর করবে। উত্তম স্ত্রীর ব্যাপারে নবীজিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قال :الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন ধরনের স্ত্রী উত্তম? নবীজি বললেন, যার দিকে তাকালে স্বামীর ভালো লাগে,

স্বামী আদেশ করলে যে মান্য করে, নিজের ব্যাপারে যে স্বামীর ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে না, স্বামীকে নারাজ করে স্বামীর সম্পদ ব্যয় করে না' [সিলসিলা সহিহা : ১৮৩৮]।

৬. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী; আখেরাত চিরস্থায়ী। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। দুনিয়াতে আমরা সবাই মুসাফির। দুনিয়া পরীক্ষাগার। দুনিয়াতে আমরা প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিয়ে চলছি। ফলাফল প্রকাশ পাবে আখেরাতে। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য যোগ্য ও দক্ষ সহযোগী দরকার। এক্ষেত্রে নেককার জীবনসঙ্গীর কোনো বিকল্প নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا

'শুধু মুমিনের সাথেই সময় কাটাও' [আবু দাউদ : ৪৮৩২]।

ইবরত : জীবনসঙ্গী মুমিন হলে আমার সময়গুলো একজন মুমিনের সাথে কাটবে। মুমিনের সঙ্গলাভে আমার ঈমান-আমলও মজবুত হবে। আমি ভালো হলে আমার স্বামীও ভালো হয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

৭. স্বামীর রাগ প্রশমিত করার চমৎকার সব কৌশল আছে। যৌবনে মিয়া-বিবির ঝগড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, উভয়ের শরীর ও মনের চাহিদা পূরণ না হওয়া। অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি থেকে মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। স্বামীর রাগ থেকে সংসারে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। বিশেষ হেকমতবশত তালাকের অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। স্বামী রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তালাকের

মতো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্বামীর রাগ প্রশমিত করার জন্য নবীজি চমৎকার এক কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন। যতই রাগারাগি হোক; রাতের বেলা স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতে হবে। যেকোনো মূল্যে স্বামীকে খুশি করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। নবীজি সা. বলেন :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহ্বান করে তখন যদি স্ত্রী না আসে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকে' [সহিহ বুখারী : ৩২৩৭]।

বসিরাহ্ : হাদীসে উল্লিখিত 'সকাল পর্যন্ত (حَتَّى تُصْبِحَ)' বাক্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীকে খুশি করার জন্য স্ত্রীর হাতে সকাল পর্যন্ত সময়। যা করার এই সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে হবে।

হুননা লিবাস

কুরআন কারিমে একটু পরপরই কিছু বাক্য পাওয়া যায়। এগুলো অনেকটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'-এর মতো। চিরন্তন সত্য। সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। তার মানে এই নয়, অন্য অংশগুলো ব্যতিক্রম। কুরআন কারিম অতি অল্পকথায় অনেক বড় বড় বক্তব্য প্রকাশ করে। দুয়েক শব্দেই বিরাট বিরাট মূলনীতি দাঁড় করিয়ে দেয়। তেমনি দুটি বাক্য হলো :

→ হুন্না লিবাসুল্লাকুম। তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক। আবরণস্বরূপ।

→ আনতুম লিবাসুল্লাহুন্না। তোমরা (স্বামীরা) তাদের জন্য পোশাক। আবরণস্বরূপ।

মাত্র কয়েকটা শব্দে কুরআন কারিম পুরো দাম্পত্যজীবনকে জীবন্ত করে দিয়েছে। সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছে। সমস্ত সুখের আকরকে রক্তমাংসময় করে দিয়েছে। কীভাবে?

এক. একে অপরের জন্য আসলেই আবরণস্বরূপ। সুরক্ষা। পোশাক পরলে বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। স্বামী বা স্ত্রী থাকলে, হারাম থেকে বেঁচে থাকা যায়। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকা যায়। পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দুই. পোশাক পরলে বাইরের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রোদের উত্তাপ থেকে। শীতের প্রকোপ থেকে। সাপ-বিচ্ছু থেকে। পোকামাকড়ের দংশন থেকে। স্বামীও তার স্ত্রীকে সেভাবে সব ধরনের বাহ্যিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। বদ লোকের লোলুপতা থেকে হেফাজত করেন।

তিন. পোশাক সতর ঢেকে রাখে। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে। শালীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। শরীরের দোষত্রুটি ও খুঁত লুকিয়ে রাখে। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দুর্বলতাগুলো অন্যদের থেকে আড়াল করে রাখে। আচ্ছাদন দিয়ে রাখে।

চার. পোশাক পরলে মানুষ প্রশান্তি অনুভব করে। আরাম পায়। স্বস্তি পায়। নিরাপত্তাবোধ করে। নিশ্চিন্ত হয়। উসখুস ভাব থাকে না। খুঁতখুঁতানিও থাকে না। স্বামী-স্ত্রী পাশে থাকলেও জীবনে পরম ‘স্থিতি’ আসে। থিতুভাব আসে।

পাঁচ. জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই নিজের জন্য উপযুক্ত পোশাক বেছে নেয়। কোন পোশাকটা নিজের জন্য বেশি উপযুক্ত হবে, চিন্তাভাবনা করে। পরামর্শ করে। মার্কেটে যাওয়ার সময় সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে যায়। যেন উপযুক্ত রংটা কেনা যায়। সঠিক কাপড়টা পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটাও এমনি। উপযুক্ত মানুষটাকেই বেছে নিতে হয়। তাহলেই শান্তি।

ছয়. পোশাক মানুষকে পরিপূর্ণতা দেয়। অসম্পূর্ণতাগুলোকে ভরাট করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে। যৌথ প্রচেষ্টায় দুজনের খামতিগুলো দূর হয়। সংসারে নানা অসংগতি থাকলেও ঢেকেঢুকে রাখে। ঘরের কথা পরে জানে না।

সাত. সবাই নিজের জন্য সুন্দরতম পোশাক বেছে নিতে চায়। ঝলমলে পোশাক চায়। নিখুঁত ডিজাইনের সেট সংগ্রহ করতে চায়। নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে খাপ খায়—এমন পোশাকটার জন্য হন্যে হয়ে ফেরে। এই দোকান ওই দোকান করতে করতে পা ফুলিয়ে ফেলে। স্বামী বা স্ত্রী-ও তেমন ‘খাপ খাওয়ানো’ হওয়া উচিত।

আট. পোশাক আর শরীরের মাঝে একটা সম্পর্ক থাকে। একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকে। অপরিহার্যভাবে। অবিচ্ছেদ্যরূপে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কও তেমনি। আত্মিক। শারীরিক। আবেগের। অনুভূতির।

নয়. পোশাক আঁট-সাঁট হয়ে গেলে অনেক সময় সেটা পরেই চলাফেরা করতে হয়। প্রথম প্রথম কোনো কোনো পোশাক একটু আঁটো লাগে। বাধো বাধো ঠেকে। পরে আস্তে আস্তে সয়ে যায়। সহনীয় হয়ে আসে। স্ত্রী-স্বামীও এমনি। সহ্য করে নিতে হয়। হজম করতে হয়। কষ্ট হলেও জোর করে থাকতে হয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসে।

দশ. পোশাক আর শরীর এক হয়ে থাকে। দোঁহে মিলে। যেন দুটো মিলে এক সত্তা। এক প্রাণ। এক দেহ। স্বামী-স্ত্রীও তেমন। দুজন হলেও থাকতে হয় এক দেহের মতো। একাকার হয়ে। একীভূত হয়ে। একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে।

এগারো. পোশাক পরলে একধরনের প্রশান্তি নেমে আসে। মনে ও তনে। আরাম আরাম বোধ হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীও তেমনি। কাছে গেলেই ভালো লাগা শুরু হয়। আরামবোধ হতে শুরু করে। (سَكَنٌ) সাকান শান্তিবোধ হতে থাকে। কাতাদা রহ. বলেছেন : লিবাস অর্থ : সাকান। শান্তি।

বারো. পোশাক তৈরি করার পর ডিজাইন বা সেলাই পছন্দ না হলে, পরিবর্তন করা হয়। নতুন করে সেলাই করা হয়। কুঁচি, ফুল, ভাঁজ নতুন করে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীও তেমন। সাংসারিক জীবনে একসাথে থাকতে গেলে, উভয়ের মাঝেই কিছু অভ্যাস-আচরণ ধরা পড়ে। যৌথ জিন্দেগির জন্য এসব অভ্যাস ক্ষতিকর। তাই এসব 'খাসিয়ত-খাসলত' পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। নিজেকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তেরো. বিপদের সময়, শীত-গ্রীষ্মে পোশাকই মানুষকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রকোপ, তীব্র গরমের ঝাপটা থেকে বাঁচতে মানুষ পোশাকের আশ্রয় নেয়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছে আশ্রয় খোঁজে। সান্ত্বনা খোঁজে।

চৌদ্দ. তোমার জন্য পোশাকস্বরূপ। তার মানে এটাই তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কারো চিন্তা করো না। অন্য কারো দিকে তাকিও না। অন্য কারো দিকে উঁকি দিয়ো না। অন্য কারো প্রতি প্রলুব্ধ হয়ো না। অন্য কারো প্রেমে পড়ো না।

পনেরো. লিবাস মানে? বৈবাহিক সম্পর্ক। অর্থাৎ, পারস্পরিক বোঝাপড়া। পারস্পরিক একাত্মতা। পারস্পরিক সৌহার্দ। পারস্পরিক সম্প্রীতি। পারস্পরিক নির্ভরতা। পারস্পরিক সহযোগিতা। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী : পারস্পরিক (مَوَدَّةٌ)-মাওয়াদ্দাহ। প্রগাঢ় ভালোবাসা। পারস্পরিক (رَحْمَةٌ)-রহমত। হৃদ্যতা।

ষোলো. হযরত রবী বিন আনাস রহ. বলেন : লিবাস মানে লিহাফ। লেপ। শীতের সময় যেমন লেপ গায়ে দেয়, স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে গায়ে দিবে। উষ্ণতা বিলাবে।

সতেরো. পোশাক মাঝেমধ্যে খুলে রাখতে হয়। শরীর থেকে আলগা করতে হয়। দুজনের মাঝেও কখনো কখনো বাঁধন আলগা হয়ে আসে। দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বৈরিতা তৈরি হয়। সম্পর্কটাকে ঝালাই করার প্রয়োজনেই সংকটের সময় দুজন কিছুটা সময় আলাদা ও

অন্তরালে থাকা জরুরি। নতুন করে শুরুর জন্য এটা বেশ উপযোগী।

আঠার. লিবাস শব্দটাকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবে তো স্বামী-স্ত্রী লিবাস নয়। লিবাস বলে, পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে, দুজনকেও এভাবে আজীবন লেপ্টে থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

উনিশ. আরবি অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী, লিবাস শব্দটা 'একবচন'। দুজনের ক্ষেত্রেই একবচনই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং লিবাস শব্দটার কোনো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ কোনো বাড়তি কথা নেই। অতিরিক্ত প্রটোকল নেই। অপ্রয়োজনীয় আড় নেই। সরাসরি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও কোনো আড়াল থাকবে না। প্রটোকল থাকবে না। আড়ম্বর থাকবে না। যা কিছু হবে—সব সরাসরি। ডিরেক্ট অ্যাকশন।

বিশ. একে অপরের জন্য লিবাস। এখানে দুজনের সম্পর্ককে লিবাস ও শরীরের সম্পর্কের সাথে 'তুলনা' করা হয়েছে। উপমা দুই ধরনের হয় :

→ ক. হিসসি। স্পর্শ জাত। ধরা যায়। ছোঁয়া যায়। অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে, আগলে রাখে, স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে এভাবে আগলে রাখবে।

→ খ. আকলি। বুদ্ধিবৃত্তিক। অনুভূতি জাত। পোশাক শুধু বাহ্যিকভাবেই নিরাপত্তা দেয় না। মানসিকভাবেও দেয়। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে মাঠে নামা আর শুধু আটপৌরে পোশাক পরে মাঠে

নামার মধ্যে নিশ্চয়ই আকাশ-পাতাল তফাত হবে। দুজনের মানসিক স্থিতি-অস্থিতির মাত্রায় অনেক ফারাক হবে। স্বামী-স্ত্রী শুধু একে অপরের জন্য বাহ্যিক 'আবরণ' হবে না। দুজন দুজনকে মানসিক সাপোর্টও দেবে।

একুশ. প্রথমে স্বামীকে বলা হয়েছে : স্ত্রীরা তোমাদের জন্য আবরণস্বরূপ। স্ত্রীদেরকে প্রথমে তাদের স্বামীর কথা বলা হয়নি। তার মানে, একজন স্ত্রীর জন্য স্বামী যতটা প্রয়োজন, একজন স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। বুড়ো বয়সের কথা চিন্তা করলে ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাবে। বুড়ো মারা গেলে বুড়ি বাকি জীবন পার করে দিতে পারে। অতবেশি সমস্যা হয় না; কিন্তু বুড়ি মরে গেলে বুড়োর সবদিক আঁধার হয়ে যায়।

স্ত্রী ঘরে থাকে। তার পাপের আশঙ্কা কম। পাপের সুযোগ কম। স্বামী বাইরে বাইরে থাকে। তার পাপের সুযোগ বেশি। তাই তার স্ত্রীরও প্রয়োজন বেশি। আবার এটাও বলা যায়, সংসারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর ভূমিকাই বেশি প্রভাবশালী। সন্তান লালনপালনের দিকটা লক্ষ করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টা।

বাইশ. বৈবাহিক সম্পর্কটা শুধু বাহ্যিক রুসুম-রেওয়াজ নয়। একজন আরেকজনের পোশাক বলে, বোঝানো হয়েছে, একা একা থাকা নয়। যৌথভাবে থাকাই কাম্য। তাহলে পারিবারিক বন্ধন অটুট থাকবে। অফিসিয়াল সম্পর্ক নয়। কৃত্রিম হায়-হ্যালোর সম্পর্ক নয়। আলাদা সত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা নয়। দুজনকে থাকতে হবে এক হয়ে। এটাই পোশাকের দাবি। লিবাসের নিগূঢ় মিনিং।

তেইশ. পোশাককে সুন্দর রাখতে হয়। পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। দুজনের সম্পর্ককেও তরতাজা রাখতে হয়। জীবন্ত প্রাণবন্ত রাখতে হয়। পোশাকে ময়লা আবর্জনা যাতে না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। দুজনের সম্পর্ককেও যেন আবিলতা না লাগে, সেদিকে চৌকান্না থাকতে হয়।

চব্বিশ. পোশাককে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সুবাস ব্যবহার করতে হয়। সুন্দর বোতাম লাগাতে হয়। দুজনের সম্পর্ককে সুন্দর করতে হলে, টেকসই করতে হলে, গ্রহণযোগ্য করতে হলেও এমন কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুন্দর কথা। ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ দিয়ে। উপহার কিনে দিয়ে। কোথাও বেড়াতে নিয়ে গিয়ে। আদর দিয়ে। সোহাগ দিয়ে। হাসি-কৌতুক দিয়ে। আনন্দ দিয়ে। চাঁদনি রাতে দৌড় প্রতিযোগিতা করে এবং......।

পঁচিশ. পোশাককে ধোয়া প্রয়োজন। মাঝেমধ্যে বেশি ময়লা হয়ে গেলে ধোপার কাছেও দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংসারেও ময়লা জমে। কিছু ময়লা নিজেরাই ধুয়ে ফেলা যায়। কিছু ময়লা ধুতে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ছাব্বিশ. পোশাককে অতি যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হয়। দুজনকে একে অপরের সাথে কোমল আচরণ করতে হয়।

সাতাশ. মেয়ের শোকাতুর মা-বাবাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। মেয়ে তোমাদের কাছ থেকে আরেক ঘরে গেলেও স্বামী তাকে পোশাকের মতোই যত্ন করে রাখবে।

আটাশ. একটা চ্যালেঞ্জ এখানে দেওয়া যায়, সমস্ত জিন-মানব

একসাথে হলেও এমন একটা ব্যাপক অর্থবহ বাক্য বানানো সম্ভব হবে কি? দাম্পত্যজীবনের সব দিককে ধারণ করতে পারে এমন?

উনত্রিশ. পোশাক পরা মানে, পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়া। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাক মানে? একজন আরেকজনের মধ্যে ঢুকে পড়া। ভালোবাসায়। মহব্বতে। অনুরাগে। বোঝাপড়ায়। সমঝোতায়। গভীর আবেশে।

ত্রিশ. পোশাক শরীরকে তাপ দেয়। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে তাপ দেয়। কীভাবে?

ইমাম বুখারী রহ.-এর গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হলেন 'ইবনে শায়বা' রহ.। তিনি তার বিখ্যাত কিতাব মুসান্নাফে একটা অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন : গোসলের পর পুরুষ তার স্ত্রী থেকে উত্তাপ গ্রহণ।

ইমাম তিরমিযী রহ.-ও তার বিখ্যাত কিতাবে এমন শিরোনাম দিয়েছেন। এ বিষয়ক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিছু পড়ে নেওয়া যাক:

➡ ১. আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. ফরয গোসল করার পর আমাকে জড়িয়ে ধরে 'উত্তাপ' গ্রহণ করতেন। আমিও তাকে আমার সাথে জড়িয়ে নিতাম। আমার গোসল তখনো বাকি ছিল। এ অবস্থাতে [তিরমিযী শরিফ]।

➡ ২. হযরত উমর, ইবনে উমর, আবু দারদা এবং ইবনে আব্বাস রা.-ও এমন মজার ও সুখকর আমল করেছেন বলে হাদীসে আছে।

➡ ৩. ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আমি ফরয গোসল করে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরি। সে গোসল করার আগেই।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন : শীতকালে কুরাইশ পুরুষদের এটাই ছিল জীবন রীতি।

➡ ৪. ইবনে মাসউদ রা. বলেন : আমি স্ত্রী থেকে শীতে উষ্ণতা গ্রহণ করি। গ্রীষ্মে শীতলতা গ্রহণ করি।

☰ কাপড় পরা থাকলে উত্তাপ ভালোভাবে আসবে না। আর আম্মাজান শব্দ ব্যবহার করেছেন, (استدفاء) ইস্তেদফা। উষ্ণতা লাভ করা। এটা কাপড় থাকলে জোরালো হয় না। চামড়ার সাথে চামড়া লাগলে যতটা হয়। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এমনটাই বলা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম

রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু